বিষ মুক্ত সবজি উৎপাদনের উপায় এবং এর প্রয়োজনীয়তা

"ক্ষতিকর কীটনাশক মুক্ত সবজি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ" প্রকল্প
সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এসডিআই)
হেমায়েতপুর শাখা, সাভার, ঢাকা

এসডিআই সরবরাহকৃত সেক্স ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করা চালকুমড়া ক্ষেত
গ্রাম : ঝাউচর, ইউনিয়ন : তেঁতুলঝোড়া, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা

সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এসডিআই)
SOCIETY FOR DEVELOPMENT INITIATIVES

House - 2/4, Block-C, Shahjahan Road, Mohammadpur,
Dhaka-1207, Bangladesh
Phone: 88-02-9122210, 9138686,
Fax: +88-02-9145381
E-mail: sdi@bdcom.com,Web site: www.sdi.org.bd

বালাইনাশক :

যে সব বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন অবাঞ্ছিত জীবকে ধ্বংস বা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহার করা হয়, তাদের বালাইনাশক বলে। দেশে বর্তমানে প্রায় শতাধিক রাসায়নিক গ্রুপের বালাইনাশক ব্যবহার হচ্ছে। ব্যবহৃত বালাইনাশকের অধিকাংশই হচ্ছে ইনসেক্টিসাইড বা কীটনাশক, হার্বিসাইড বা আগাছানাশক ও ফাঙ্গিসাইড বা ছত্রাকনাশক। উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং-২০০৯ এর হিসাব অনুসারে ১৯৯৭ সালে দেশে কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছানাশক ও ইঁদুর জাতীয় প্রাণীনাশক ব্যবহারের মোট পরিমাণ ছিলো ১১৩৬৭ (এগারো হাজার তিনশত সাতষট্টি মেট্রিক টন আর দশ বছর পর ২০০৭-০৮ বছরে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৭৭৩১(সাঁইত্রিশ হাজার সাতশত একত্রিশ) মেট্রিক টন অর্থ্যাৎ তিন গুণেরও বেশী।

বালাইনাশকের বিকল্প

বাংলাদেশে গড়ে প্রতি বৎসর ৩০-৫০ শতাংশ খাদ্য শস্য পোকা মাকড় আর রোগ বালাইয়ের আক্রমণে নষ্ট হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন ফসলের পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই দমনের জন্য বিভিন্ন ধরনের বালাইনাশক (কীটনাশক / ছত্রাকনাশক / কৃমিনাশক ইত্যাদি) ব্যবহার করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় কীটনাশকের উপর একক নির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী, অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক, সহজে ব্যবহারযোগ্য এবং ভোক্তার জন্য সবচেয়ে কম ক্ষতিকারক সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বা আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারের উপর ব্যাপকভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। এখানে কয়েকটি সবজি ফসল উৎপাদনে আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহার উল্লেখ করা হলো :

কুমড়া জাতীয় ফসলের মাছি পোকার সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

কুমড়া জাতীয় ফলের মাছি পোকা অত্যন্ত ক্ষতিকারক পোকা। এই পোকা কুমড়া জাতীয় ফলের (চালকুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, করলা, ধুন্দুল, লাউ, শসা ইত্যাদি) মধ্যে প্রথমে ডিম পাড়ে, পরবর্তীতে ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে ফলের ভিতরে খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। এদের আক্রমণের ফলে প্রায় ৫০-৭০ ভাগ ফল নষ্ট হয়ে যায় যা কীটনাশক ব্যবহার করেও ভালভাবে দমন করা যায় না। ফলশ্রুতিতে চাষীগণ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন। সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ পোকা অত্যন্ত কার্যকরী এবং তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়ে দমন করা সম্ভব।

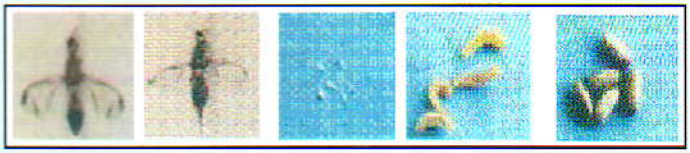

কুমড়া জাতীয় ফসলের মাছি পোকার জীবন চক্রের বিভিন্ন ধাপ

দুইটি ধাপে এ পোকা কার্যকরীভাবে দমন করা যায়:

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ:

মাছি পোকার কীড়া আক্রান্ত ফল দ্রুত পচে যায় এবং গাছ হতে মাটিতে ঝরে পড়ে। পোকা আক্রান্ত ফল কোন ক্রমেই জমির আশেপাশে ফেলে রাখা উচিত নয়। কারণ উক্ত ফলে লুকিয়ে থাকা পরিপূর্ণ কীড়া অল্প সময়ের মধ্যেই পুত্তলি ও পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ পোকায় পরিণত হয়ে নতুন ভাবে আক্রমণ শুরু করতে পারে। সুতরাং পোকা আক্রান্ত ফলসমূহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করে মাছি পোকার বংশ বৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। যেহেতু এ পোকার কীড়াসমূহ মাটির ১০-১২ সেন্টিমিটার গভীরে পুত্তলিতে পরিণত হয় সেহেতু আক্রান্ত ফল কমপক্ষে ৩০ সেন্টিমিটার পরিমাণ গর্ত করে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে অথবা হাত বা পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলতে হবে।

সেক্স ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার:

কিউলিওর নামক সেক্সফেরোমন ব্যবহার করে প্রচুর পরিমানে পুরুষ মাছি পোকা আকৃষ্ট করা সম্ভব। পানি ফাঁদের মাধ্যমে উক্ত ফেরোমন ব্যবহার করে আকৃষ্ট মাছি পোকা সমূহকে মেরে ফেলা যায়। ফেরোমনের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে পুরুষ মাছি পোকা প্লাষ্টিক পাত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ও সাবান পানিতে পড়ে মারা যায়। ফেরোমন একবার স্থাপনের পর একটি সম্পূর্ণ মৌসুম কার্যকরী থাকে বলে কুমড়া জাতীয় ফসলের জমিতে ফেরোমন পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না।

যে সকল ফসলে ফেরোমন ফাঁদ প্রযোজ্য ঃ চাল কুমড়া, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, শসা, ক্ষিরা, ঝিঙ্গা, করলা, কাকরোল, চিচিঙ্গা, উচ্ছে, ধুন্দল, তরমুজ, বাঙ্গি ইত্যাদি ফসলের মাছি পোকা দমনে অত্যন্ত কার্যকরী।

এসডিআই সরাবরাহকৃত চালকুমড়ার ক্ষেতে স্থাপন করা ফেরোমন ফাঁদ দেখছে কৃষক আবুল কাশেম-০১৮২৭৯৪৭৪৮৬, ঝাউচর, হেমায়েতপুর,সাভার, ঢাকা।

এসডিআই সরবরাহকত ধুন্দুল ক্ষেতে স্থাপন করা ফেরোমন ফাঁদ দেখছে কৃষক মো : মফিজউদ্দিন- ০১৭১৪৩২৩৪৬০(অনুরাধে), ঝাউচর, হেমায়েতপুর,সাভার, ঢাকা।

ফাঁদ তৈরীর উপকরণ ঃ ফেরোমন-লিউর / টোপ , প্লাষ্টিক বৈয়ম, তার, গুড়া সাবান, পানি, বাঁশের খুঁটি।

ফেরোমন ফাঁদ তৈরী ও স্থাপন পদ্ধতি ঃ

- প্লাষ্টিক বৈয়মের ত্রিকোনাকার ভাবে কর্তিত অংশের মাঝ বরাবর তার দিয়ে ফেরোমন-লিউর/টোপটি ঝুলিয়ে দিতে হবে।
- ফুল ও ফল যে উচ্চতায় থাকে ঠিক সে উচ্চতায় ফেরোমন ফাঁদটি দুটি খুঁটির সাহায্যে শক্ত ভাবে বেঁধে দিতে হবে।
- বৈয়মের ভিতরে গুড়া সাবান মিশ্রিত পানি দিয়ে কর্তিত অংশ বরাবর ভরে দিতে হবে।

প্রয়োগ মাত্রা ঃ

- জমিতে প্রতি ১০-১২ মিটার দূরে দূরে বর্গাকারে ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করতে হবে।
- প্রতি ৩ শতাংশ জমির জন্য ১ টি ফাঁদ ব্যবহার করা ভাল।
- একটি টোপ এক মৌসুমের জন্য প্রযোজ্য ।

সাবধানতা ঃ

- প্রতি ৪-৫ দিন অন্তর অন্তর বৈয়মের সাবান মিশ্রিত পানি পোকা সহ পরিস্কার ও পরিবর্তন করতে হবে।

  দেখা গেছে যে, করলার জমিতে আইপিএম পদ্ধতি অনুসরণ করে কীটনাশক ব্যবহারের চেয়ে দ্বিগুনের বেশী অর্থ আয় করা সম্ভব। অন্যদিকে আইপিএম পদ্ধতি প্রয়োগে মিষ্টিকুমড়ায় মাছি পোকার আক্রমণের হার কীটনাশকের ব্যবহারের চেয়ে অর্ধেক বা তারও কম হয় এবং ফলনও সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। কীটনাশক প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না বলে উদ্ভাবিত আইপিএম পদ্ধতি পরিবেশ বান্ধব, স্বাস্থ্যগত সমস্যামুক্ত।

করলা, কাকরল, উচ্ছে জাতীয় সবজির ফলছিদ্রকারী পোকার সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা :

এসব সবজির ক্ষেত্রে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারের সাথে সাথে উপকারী পোকা বা বন্ধু পোকা পর্যায় ক্রমিকভাবে জমিতে মুক্তায়িত করলে উক্ত ফলছিদ্রকারী পোকা সমূহের আক্রমণ ক্ষতিকর মাত্রার নীচে রাখা সম্ভবপর। এজন্য প্রতি সপ্তাহে একবার করে ডিম নষ্টকারী পরজীবি পোকা, ট্রাইকোগ্রামা (হেক্টরপ্রতি এক গ্রাম পরজীবি পোকা আক্রান্ত ডিম, যেখান হতে ৪০,০০০-৪৫,০০০ পূর্ণাঙ্গ ট্রাইকোগ্রামা বের হয়ে আসবে) ও কীড়া নষ্টকারী পরজীবি পোকা, ব্রাকন (হেক্টর প্রতি এক বাংকার বা ৮০০-১২০০টি হিসাবে) পর্যায় ক্রমিকভাবে মুক্তায়িত করতে হবে।এই প্রক্রিয়া শেষ ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত চলমান রাখতে হবে।

সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ভিত্তিক বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদি কার্যকর দমন পদ্ধতি সঠিক সময়ে প্রয়োগ না করা হয় তবে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ বেগুন এ পোকার আক্রমণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে । বর্তমানে এর দমনের জন্য বেগুন চাষীগণ মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক প্রয়োগ করেও সন্তোষজনক ফল লাভ করতে পারছে না। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পোকা দমনে অত্যন্ত সহজ, কার্যকরী এবং তুলনামূলকভাবে কম ব্যয় সম্পন্ন একটি আইপিএম পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে।

ডিম

কীড়া

পুত্তলি

পূর্ণাঙ্গ

বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার জীবন চক্রের বিভিন্ন ধাপ

কীটনাশক ছাড়া কয়েকটি ধাপের মাধ্যমে এ পোকা কার্যকরীভাবে দমন করা যায়:

পোকা আক্রান্ত ডগা ও ফল ধ্বংস করা:

ফল ধরার আগে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার কীড়া বেগুনের ডগার ভেতর খেয়ে বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের কীড়া আক্রান্ত ডগা শুকিয়ে যায় ফলে অতি সহজেই তা চিহ্নিত করা যায়। উক্ত কীড়া সমেত আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করে ফেললে পোকার বংশ বৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। বেগুন চাষকালীন সারা মৌসুমেই সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন বেগুনের মাঠ থেকে আক্রান্ত ডগা সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। আক্রান্ত ডগা কেটে নেওয়ার ফলে বেগুন গাছের কোন ক্ষতি হয় না। উপরন্তু কাটা স্থান হতে প্রচুর পরিমাণ নতুন ডগা গজায় যা থেকে প্রচুর পরিমাণে ফুল ও ফল হয়। পোকা আক্রান্ত ডগার মত ফলও আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই সংগ্রহ করে তা ধ্বংস করে ফেলতে হবে ।

ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করা ক্ষেত থেকে আক্রান্ত ডগা ও ফল সংগ্রহ ও ধ্বংস করছে কৃষক আবদুল জলিলের পুত্র শরীফ ০১৬৮৪৬৭২৮৬৫,ঝাউচর,হেমায়েতপুর

বিষ মুক্ত বেগুন দেখছেন এসডিআই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষক আবুল কাশেম-০১৭১৪৩২৩৪৬০, ঝাউচর, হেমায়েতপুর, তেঁতুলঝোড়া, সাভার

সেক্স ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার:

সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পুরুষ পোকা মেরে ফেলা

সেক্স ফেরোমন ভরা প্লাস্টিক টিউবটির মুখ সব সময়ই বন্ধ রাখতে হবে। প্লাস্টিক পাত্রের মুখ হতে সেক্স ফেরোমন টোপটি একটি সরু তার দিয়ে এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হবে যেন টিউবটি পানি হতে মাত্র ২-৩ সেন্টিমিটার উপরে থাকে।

প্রতি তিন শতাংশ জমির জন্য একটি ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।একটি টোপ ৪৫-৫০ দিনের জন্য প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ পুরো মৌসুমে দুইটি টোপ লাগবে।

উপকারী পোকা পর্যায়ক্রমিকভাবে মুক্তায়িত করা:

প্রতি সপ্তাহে একবার করে ডিম নষ্টকারী পরজীবি পোকা, ট্রাইকোগ্রামা কাইলোনিজ (হেক্টর প্রতি এক গ্রাম পরজীবি পোকা আক্রান্ত ডিম, যেখান হতে ৪০,০০০ হতে ৪৫,০০০ পূর্ণাঙ্গ ট্রাইকোগ্রামা বের হয়ে আসবে) ও কীড়া নষ্টকারী পরজীবি পোকা, ব্রাকন হেবিটর (হেক্টর প্রতি এক বাংকার বা ৮০০-১২০০টি হিসাবে) পর্যায় ক্রমিকভাবে মুক্তায়িত করতে হবে।

চিত্র ঃ পূর্ণ বয়স্ক ট্রাইকোগ্রামা

বিঃ দ্রঃ জমিতে কীটনাশক ও বালাইনাশক প্রয়োগ করলে ক্ষতিকর পোকা ধ্বংস হবার আগে উপকারী পোকা যেমন- ট্রাইকোগ্রামা, ব্রাকন, লেডি বার্ড বিটল, গ্রীন লেস উইং মারা যায়।

আইপিএম পদ্ধতির এলাকাভিত্তিক প্রয়োগ:

সর্বোচ্চ ফললাভের জন্য আইপিএম পদ্ধতির এলাকাভিত্তিক প্রয়োগ করা বাঞ্চনীয় অর্থাৎ একটি মাঠে অবস্থিত সকল জমি উক্ত আইপিএম পদ্ধতির আওতাভুক্ত করতে হবে।

সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা, কুমড়া জাতীয় ফসলের মাছি পোকা, বাধাকপি ও ফুলকপির লেদা পোকা দমনে চমকপ্রদ কার্যকারিতার জন্য কৃষকদের মাঝে "যাদুর ফাঁদ" বলে পরিচিত।

মানবদেহে বালাইনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব ঃ

কার্বোসালফান গ্রুপের বিষ-প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে প্রয়োগের ১৪-৩০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যাবেনা। কিন্তু চাষী ভাইয়েরা বিষ প্রয়োগের পরের দিনই সবজি সংগ্রহ করে থাকে। অর্গানোক্লোরিন জাতীয় কীটনাশক (ডিডিটি, ক্লোরডেন, ডাই-এলড্রিন, হেপ্টাক্লোর, এনড্রিন, এলড্রিন) কোন অবস্থাতে মাঠে প্রয়োগ করা উচিৎ না হলেও চাষী ভাইয়েরা অহরহ ব্যবহার করছে। এমন সব নিষিদ্ধ বালাইনাশকের প্রভাবে-

- মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
- মানুষের হাড়, লিভার, ফুসফুস এবং কিডনি রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে।
- হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়।
- ক্যান্সার বিস্তারের অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করে।
- পুরুষের যৌনশক্তিসহ উর্বরতা সীমা কমে যায় ।
- মহিলাদের অধিক পরিমাণ গর্ভপাত এবং মৃত অথবা বিকলাঙ্গ সন্তান জন্ম হতে পারে।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির হিসেবে বালাইনাশক ব্যবহারে উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রতি বছর ৩০ লাখ কৃষক মারাত্মকভাবে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয় যাদের মধ্যে ১৮ হাজার কৃষক মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

পরিবেশের উপর বালাইনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব

- দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে শস্য ক্ষেতে বালাই বা কীটপতঙ্গ বালাইনাশককে বাধাদানের ক্ষমতা অর্জন করে । ফলে ঐ বালাইনাশক দিয়ে আর নির্দিষ্ট কীট বা বালাইকে দমন করা যায় না। ইতোমধ্যে প্রায় এক হাজার প্রজাতির কীটপতঙ্গ বালাইনাশককে বাধাদানের ক্ষমতা অর্জন করছে।
- উপকারী পোকা ও মৃত্তিকার উপকারী অনুজীবগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে।
- শস্য ক্ষেতে প্রয়োগকৃত কীটনাশক ও বালাইনাশকের খুব সামান্য অংশ শতকরা মাত্র এক ভাগ বা এর কাছাকাছি কাঙ্খিত কীট বা বালাইয়ের কাছে পৌঁছাতে পারে। অবশিষ্ট কীটনাশক বাতাসে, ভূ-পৃষ্ঠের পানিতে, ভূ-গর্ভস্থ পানিতে অনুপ্রবেশ করে এবং জীবের খাদ্য চক্রে ঢুকে পড়ে এবং কোন এক ধাপে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে।
- মাটির গঠনপ্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার মাধ্যমে মাটির উর্বরতা হ্রাস করে।
- জীব বৈচিত্রকে ধ্বংস করে।
- সার্বিকভাবে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে।
- পরিবেশ দূষণের ফলে গোটা পৃথিবীতে প্রতি ঘন্টায় প্রায় ৬০ জন লোক ক্যান্সার আক্রান্ত হচ্ছে।

সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস (এসডিআই), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় রাজধানী ঢাকার অতিসন্নিকটে সাভার উপজেলার তেতুঁলঝোড়া ইউনিয়নে, অগ্রবর্তী ১০০জন সবজি চাষী নিয়ে বিষ মুক্ত সবজি উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করেছে। এই কর্মসূচীর আওতায় সেপ্টেম্বর-২০১২ পর্যন্ত ৬০ জন চাষীকে বিষ মুক্ত সবজি উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। নভেম্বর ২০১২ ইং তারিখের মধ্যে বাকী ৪০ জনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৩২ জন চাষীর মাঝে বিষ মুক্ত উপায়ে চালকুমড়া, ধুন্দল, মিষ্টিকুমড়া, ঝিংগা, শসা, বেগুন সবজি উৎপাদন উপকরণ সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে চাষী ভাইদের কাছ থেকে আশাতীত সাড়া পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে এসডিআই এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রকল্প এলাকায় "বিষ মুক্ত সবজি উৎপাদক সমিতি" গঠন করা হয়েছে। সমিতির সবজি চাষীদের উৎপাদিত ধুন্দল ও চালকুমড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, গাজীপুরের ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করে বিষমুক্ত প্রমাণিত হয়েছে।

বিষ মুক্ত সবজি মাঠ প্রদর্শন ও সবজি সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায় ঃ"বিষ মুক্ত সবজি উৎপাদক সমিতি" ঝাউচর, হেমায়েতপুর, তেতুঁলঝোড়া, সাভার, ঢাকা । সমিতির কয়েকজন সদস্যের ফোন নম্বর ঃ

মোঃ আবুল কাসেম-০১৭১৪৩২৩৪৬০, মোঃ আবুল কাশেম - ০১৮২৭৯৪৭৪৮৬, মো ঃ ছানাউল্লাহ- ০১৮২৭১৮৩৬৬৮, মো ঃ হযরত আলী- ০১৮২৯৫১৭৯৩৬ মো ঃ আবদুল করিম ০১৭৪৮৪৯১৭৭০ মো ঃ নাজিম উদ্দিন-০১৮৩৩২৩৩৪৬৮, মো ঃ রুপ মিয়া - ০১৬৭৫৬২৩৮৪২, মো ঃ আবদুল বাছেদ- ০১৭৩৩৫২৬৩৯০ বিস্তারিত জানতে : কৃষিবিদ সায়েদুল হক, টেকনিক্যাল অফিসার, এসডিআই- ০১৯১৩০৬২৯৭১.